

ময়লা বিবি এবং উলঙ্গবালার গল্প

কাজী জহিরুল ইসলাম

আজ থেকে ১৫ বছর আগের কথা, ১৯৯১ সাল। আমি তখন ব্র্যাক-এ কাজ করি। হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানায় আমার কর্মস্থল। সে বছর চট্রগ্রামে বড় ধরনের একটা জলোচ্ছাস হয়। প্রচুর লোক মারা যায়, হাজার হাজার লোক গৃহহারা হয়। দেশের পূর্বাঞ্চলের অনেক স্থানেই এর ছোঁয়া লাগে। হবিগঞ্জ ভাটি অঞ্চলের একটি জেলা। হবিগঞ্জেও সে বছর বেশ বড় রকমের বন্যা হয়। বন্যার পানি হবিগঞ্জ শহরে ঢুকে যায়। শত শত গ্রামের ঘর-বাড়ি তলিয়ে যায়, গৃহহারা হয় হাজার হাজার মানুষ। আমরা আজমিরিগঞ্জ ফুড গোডাউন থেকে চাল-গম এনে বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে শুরু করি। কাদা-পানি ভেঙে দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে মানুষ আসছে সাহায্যের আশায়। ভিজিএফ কার্ডের খাদ্যশস্য পুরুষদের দেওয়া যায় না, শুধুমাত্র মহিলারা নিতে পারে। কারণ মহিলারাই অপেক্ষাকৃত বেশী দুঃস্থ, এনজিওর ভাষায় ভালনারেবল। আমরা ভালনারেবল মহিলাদের খাদ্যশস্য বিতরণ করতে শুরু করলাম।

মহিলাদের নিজের কোনো পরিচয় নাই, নিজের পরিচয়ের কোনো মূল্য নাই। তাই স্বামীর পরিচয় লাগে। স্বামীর পরিচয়ই নারীর পরিচয়। একটা চেয়ার-টেবিল নিয়ে বিরাট এক কদমগাছতলায় বসেছি, সামনে দীর্ঘ লাইন। বন্যাকবলিত অসহায় নারীরা একমুঠ শস্যদানার জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। একে একে লম্বা রেজিষ্টারে নাম লিখছি, নিজের নাম, স্বামীর নাম। এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, নাম কি? মহিলা বললো, ময়লা বিবি। স্বামীর নাম? সাবান উল্লাহ। সবাই হেসে উঠলো নাম শুনে। কিছুক্ষণ পর আরেক মহিলা, নাম উলঙ্গবালা, স্বামীর নাম কামদেব। নাম দুটি বলে, যাট পেরুনো এই বৃদ্ধা নিজেও হেসে উঠলো। বন্যার পানির মতো ফ্যাকাশে হাসি। তবুওতো হাসি, এতো দুঃখ-কষ্টের ভেতর ওরা হাসতে পারছে। বন্যার পানি নেমে গেলে আমি ময়লা বিবি আর উলঙ্গবালাদের গ্রামে যাই। ময়লা বিবির স্বামী হাঁটুভাঙ্গা-বানিয়াচং সড়কে রিক্সা চালায়। দিনের শেষে কোনোদিন দুই কেজি, কোনোদিন দেড় কেজি চালের জোগাড় হয়। কমলাদিঘির ঢালে গজানো শাক-পাতা ছিঁড়ে লবন দিয়ে সেদ্ধ করে চার সন্তান আর স্বামীর পাতে তুলে দেয় ময়লা বিবি। স্বামী-সন্তান খেয়ে কিছু বাঁচলে ময়লা বিবির কপালে কোনোদিন একমুঠ খাবার জোটে, কোনোদিন জোটে না। এ নিয়ে দুঃখ আছে কিন্তু কিছু বলার নেই। এটাই নিয়তি। নারী হয়ে জন্মেছে, এই নিয়তি মেনে নিতেই হবে। জমি-জিরোত নাই, শুধু ভিটেটা আছে। সেই ভিটায় রেইনট্রি গাছের কান্ডের সাথে বাঁধা একটা নড়বড়ে ছাপরা। ঝড়ে-বাতাশে যখন গাছ নড়ে তখন ময়লা বিবির ছাপরাও নড়ে। এর ভেতরেই ছয়জনের বাস। ময়লা বিবি শুধু দিন গোনে, কবে এই দুঃসহ জীবন শেষ হবে। কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই। চারটি বাচ্চার কেউ স্কুলে যায় না।

উলঙ্গবালার চিত্র ভিন্ন। নিঃসন্তান বিধবা। জমি-জিরোতহীন নিঃসন্তান বিধবার কেউ থাকে না। উলঙ্গবালারও কেউ নেই। জ্ঞাতির ছাড়াবাড়িতে একটা খুপড়ি তুলে নিয়েছে। সারাদিন ভিক্ষা করে এসে ওই খুপড়ির মধ্যে রাত কাটায়। উলঙ্গবালার একটাই দৃষ্টিভঙ্গি, মরলে চিতায় উঠাবে কে? উলঙ্গবালা কিংবা ময়লা বিবি, এ গ্রামে ওরা কেউ না। ওদের কথার কোনো মূল্য নেই। আবর্জনার মতো একতাল ময়লা-আবর্জনা ছাড়া ওরা যে আর কিছু না, এটা ওরা জানে এবং এটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। মেয়েছেলের আবার মূল্য কি? স্বামীর মূল্যই নারীর মূল্য।

সাতরঙ-এর সম্পাদক নন্দিনী হোসেন যখন আমাকে বিশ্ব নারী দিবসের ওপর একটা লেখা দিতে বললেন, তখন এই ছবিগুলোই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। নারী দিবসের ওপর আমি কি লিখবো? আমি কি নারী দিবসের ইতিহাস লিখবো? প্রাচীন গ্রীসে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য লিসিসত্রাতা যৌনাবরোধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস লিখবো? শিকাগো শহরে নারী শ্রমিকদের আন্দোলনের কথা, কিভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯ মার্চ এবং শেষমেষ ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস নির্ধারিত হলো সেই কথা লিখবো? এসব কথাতো কমবেশী সবাই জানেন।

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বাংলাদেশে শত শত এনজিও কাজ করছে। এ বিষয়ে আমি দু'চারটি কথা বলতে চাই। আমাদের সমাজে কেন নারীর নিজের কোনো পরিচয় নেই, কেন স্বামীর পরিচয়ই নারীর পরিচয়? কারণ পরিবারে নারীর অর্থনৈতিক কন্ট্রিবিউশন নেই। যেসব মেয়েরা বাপের বাড়ি থেকে বিস্তর সম্পত্তি নিয়ে আসে, শ্বশুরবাড়িতে তাদের সম্মান থাকুক আর না থাকুক সমীহ আছে। সবাই তাদেরকে সমীহ করে চলে। 'অমুকের মেয়ে' বলে হলেও তাদের একটা পরিচয় দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার ক্ষমতার উৎস হলো টাকা-পয়সা। আমি মনে করি না ক্ষমতায়নের জন্য নারীকে পুরুষের সমান হতে হবে, পুরুষ যা করে তাকে তা-ই করতে হবে। আমি এই কথারও বিরোধিতা করি, 'নারী ভাববেন না, মানুষ ভাবুন'। কই আমরা তো বলি না, আমাকে পুরুষ ভাববেন না, মানুষ ভাবুন। কাউকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে সম্মানিত করা যায় না, এটা এক ধরনের হিউমিলিয়েশন। নারীকে তার নিজের অবস্থানে থেকেই ক্ষমতায়িত হতে হবে। এই সমাজ নারীকে নারী জেনেই সম্মান করবে, তবেই প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার একটিই উপায়, নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে হবে।

অন্য একটি প্রেক্ষাপট নিয়ে একটু আলোচনা করি। পঁয়ত্রিশ বছরের বাংলাদেশে ১৫ বছর ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে থেকে দেশ শাসন করেছে নারী। অন্যদিকে ২১৭ বছরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ অর্ধ একজন নারীও ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে আসতে পারে নি। তার মানে কি এই যে আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশী? রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে নারীর অবস্থান অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু কথা হলো, যে নারীরা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছেন তারা কি তাদের নিজের কোনো ক্ষমতায় বা যোগ্যতায় এসেছেন? না, তারা কোনো না কোনো পুরুষের আলোয় আলোকিত হয়ে এই পর্যায়ে এসেছেন। এদের অবস্থান উলঙ্গবালা কিংবা ময়লা বিবির চেয়ে একটুও ভিন্ন নয়। শুধু প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন। তারাও কোনো একজন কামদেব এবং সাবান উল্লার পরিচয়েই পরিচিত।